গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মে/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৮ মে/২০২৩
সভার সময়	বেলা ১২:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মে/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারবেশন আছে কিনা জানতে চাইলে জনাব মো: আব্দুল আজিজ পাটওয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এপ্রিল ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা হতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট কমিটি এখনো রিভিউ না করায় মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যায়নি এটা সংশোধন করা প্রয়োজন কারণ কমিটি থেকে প্রস্তাব রিভিউ করে প্রস্তাবকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রস্তাব সংশোধনের কাজ চলছে। সভাপতি বর্ণিত বিষয়টি সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সংশোধনী গৃহীত হয় এবং আর কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৭-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৭-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এপিএভুক্ত ১২টি কর্মসূচির সবগুলো সম্পন্ন হয়েছে। সবার শেষে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় চুম্বকীয় ও অভিকর্ষীয় প্রফাইলিং শীর্ষক বহিরংগন কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ কাজের প্রেক্ষিতে গত সমন্বয় সভায় নভেম্বরের মধ্যে ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু করার কথা বলা হয়েছিল। জনাব খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, মহাপরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক অক্টোবরের মধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের লক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলছে। সভাপতি ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য বহিরংগনে গমনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সভায় জানানো হয় যে, আশা করা যায় নভেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা যাবে। সভাপতি বলেন, ড্রিলিং রিগ মুভ করতে হবে নভেম্বর মাসে, তার পূর্বে রাস্তা তৈরি, মালামাল স্থানান্তরসহ অনেক প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে, সে জন্য তো সময়ের প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মো: মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, ড্রিলিং পয়েন্ট দেয়ার পর টেন্ডার, যন্ত্রপাতি মোবিলাইজেশন, সাইট প্রিপারেশন, অফিস আদেশসহ নানা কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। যার ফলে ড্রিলিং পয়েন্ট দেয়ার পরও খনন কাজ শুরু করতে এক মাসের ও বেশি সময় প্রয়োজন হয়। অতএব ড্রিলিং পয়েন্ট আগস্ট/২৩ মাসের শেষের দিকে নির্ধারণ করা গেলে ভালো হয়। অতঃপর সভাপতি সেপ্টেম্বরের মধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ফাইভ টুলস এর অগ্রগতি প্রত্যাশা মাফিক হচ্ছে। দূর্যোগ প্রশমন ও তথ্য বিশ্লেষণ বিষয়ক ১টা ফিল্ড বাকি রয়েছে যা পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে। এ শাখার শাখাপ্রধান জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইনোভেশনের কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকায় বহিরংগন কাজটি সম্পন্ন করতে দেরি হয়েছে। তবে এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে একটি দল বহিরংগনে গমন করেছে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এপিএ অন্তর্ভুক্ত ১২টি ফিল্ড ওয়ার্কের মধ্যে ১১ টির অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে কিন্তু অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখার ফিল্ড ওয়ার্কটি সবার শেষে হওয়ায় এখনও প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি। প্রতিবেদনটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। তিনি আরও বলেন শুদ্ধাচার সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ বাকি রয়েছে সেটা জুনের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করা হবে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতসতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি কর্মশালা আগামী ১১ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এ কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন হলেই আশা করা যায় সবগুলো কাজই সম্পন্ন হবে। সভাপতি বলেন যে কাজগুলো বাকি রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্টরা সে কাজগুলো যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন তার নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন এটা ৯০.৫%-এ পৌছেছে। তিনি আরও বলেন গবেষণা খাতের ১২ লাখ টাকা ইএমআরডি কর্তৃক মঞ্জুরী আদেশ হয়েছে। এখন যাদের গবেষণা প্রস্তাব পাশ হয়েছে তাদের দ্রুত টাকা উত্তোলন করে বিল জমা দিতে হবে। জনাব সালমা আক্তার পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এখন যদি টাকা নেয় তবে তারা ফিল্ড ওয়ার্ক কখন করবে, তথ্যাদি কখন বিশ্লেষণ করবে আর প্রতিবিদেনই বা কবে জমা দিবে? প্রত্যুৎরে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, কমিটি গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন ও টাকার বিভাজন দিতে বিলম্ব করায় টাকা ছাড় করতে দেরি হয়েছে। সভাপতি বলেন যেহেতু বিলম্ব হয়েছে সেক্ষেত্রে গবেষকদের জিজ্ঞেস করে টাকা উত্তোলন করার প্রয়োজন ছিল তারা এখন টাকা ব্যবহার করতে পারবে কিনা তা জানা প্রয়োজন। অর্থবছরের শেষ সময়ে এসে এ অর্থ উত্তোলন করাটা বিবেচনাপ্রসূত হয়নি। যারা টাকা নেয়নি তাদের টাকা সরকারী খাতে ফেরৎ জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। সভাপতি পরবর্তী অর্থবছর থেকে কমিটিকে দ্রুত প্রস্তাব অনুমোদনের মাধ্যমে গবেষকদের প্রয়োজনীয় সময় দেয়া, প্রস্তাব অনুযায়ী কাজের তদারকি ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমাসহ সচ্ছতা নিশ্চিতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন সরকারি টাকার যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে কমিটিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গবেষণা খাতের সচ্ছতার বিষয়ে তিনি বারবার বলেছেন কিন্তু শোনা হয়নি। এখন যেহেতু তিনি বর্তমান কমিটিতে আছেন তাই টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে কমিটি সচেষ্ট থাকবে বলে উল্লেখ করেন।	ক) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। খ) এপিএ'র বাকি কার্যক্রমগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। গ) গবেষণা খাতের টাকা দ্রুত বন্টন করতে হবে। ঘ) গবেষণা প্রস্তাব যাচাই বাছাই কমিটিকে গবেষণার সচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।	এপিএ টিমসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ও কমিটি
প্রশাসনিক আলোচনা			

৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে যা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। নিয়োগ বিষয়ে যেহেতু ক্যাবিনেট ডিভিসনের একটি আদেশ রয়েছে সেহেতু নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে। সভাপতি বলেন, নিয়োগ বিষয়টি ২০২৩-২৪ অর্থ-বছর থেকে এপিএ'র অংশ হওয়ায় যখনই পদ খালি হবে তখনই সে পদ পূরণ করতে হবে এবং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। পরিচালক (অপা:) বলেন বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য নথি ইএমআরডি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ বিসিএস এ নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী পদ খালির তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বিপিএসসি কর্তৃক চলমান ২৩টি পদের নিয়োগের পরে সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব ও ভূপদার্থ) এর কোন পদ শূন্য থাকবে কিনা। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জানান যে শূন্য থাকবে এবং সে শূন্য পদগুলোই বিসিএস থেকে পূরণের জন্য প্রেরেণ করা হয়েছে।	নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
বিবিধ আলোচনা			
৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন জার্মানদের সাথে Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) প্রকল্পের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়েরে সভাপতিত্বে একটি সভাও সম্পন্ন হয়েছে। জনাব মো: ফিরোজ আলম, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব)-কে সভায় আলোচিত সংশোধনীর বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে যাতে চিঠি আসা মাত্রই প্রস্তাব প্রেরণ করা যায়। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় আরও বলেন, খনন সক্ষমতা বৃদ্ধির টিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু গত ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে টিপিপিটি অন্তর্ভূক্ত না থাকায় পরিকল্পনা কমিশন ফেরত পাঠিয়েছেন। জুলাই/২৩ মাসে যখন নতুন অর্থবছরের এডিপি আসবে তখন পুণরায় প্রস্তাব করা হবে। "নাইন সিটিস" প্রকল্পের বিষয়ে বলা হয় যে, প্রকল্পটি আগে ডিপিপি হিসাবে সাবমিট করা হয়েছিল এখন টিপিপিতে রূপান্তরের কাজ চলছে। এর অগ্রগতির বিষয়ের জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এটা যেহেতু আগের প্রস্তাব ছিল এখন নতুন করে আনেক বিষয় সংযুক্ত করতে হচ্ছে। বিশেষ করে ভূমিকম্পের বিষয়, তাই একটু সময় লাগছে। সভাপতি কাজ চলমান রাখতে এবং সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) জার্মানদের সাথে আলোচনা করে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। খ) নাইন সিটিস প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	পরিকলাপনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।

৩.৫	নথি বিনষ্টকরণের বিষয়ে পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন এ কাজের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল তারা ইতোমধ্যে সভা করেছে এবং প্রত্যেক শাখা হতে বিনষ্টযোগ্য নথি প্রেরণের জন্য নোটিশ প্রেরণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শাখা থেকে প্রেরিত বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহ মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বিনষ্ট করা হয়েছে। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য ১০ একর জমি জিএসবি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে সীমানা প্রাচীর এবং কিছু স্থাপনা নির্মাণের জন্য আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, পিডব্লিউডি (PWD) কে টাকা ডিপজিট আকারে না ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করা য়ায় সে বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মো: মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভুতত্ত্ব) বলেন, কাজটা পিডব্লিউডি (PWD) দিয়ে করানো হবে এ বিষয়ে তাদের সাথ যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি পিডব্লিউডি (PWD) কে টাকা ডিপজিট আকারে দেয়ার কথা বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রাচীরের উচ্চতা কতটুকু হবে, পুরুত্ব কত হবে এবং আরসিসি ডালাই কীভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রাক্কলন যেন পিডব্লিউডি (PWD) জিএসবি-কে সরবরাহ করে। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনাব খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর কর্ম [১.৫] অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত [১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম মোতাবেক ৩টি প্রচার কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। ইতোমধ্যে ২টি প্রচারণা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং একটি বাকি রয়েছে। এই প্রচার কার্যক্রমটি আগামী ১১/০৬/২০২৩ তারিখে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার শাখা থেকে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে এবং তিনি সেটা জমা দিতে চান। সভাপতি প্রকল্পটি জমা দিতে বলেন এবং সময় করে প্রকল্প প্রস্তাবের উপর একটা উপস্থাপনা প্রদান করতে বলেন।	ক) সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সীমানা প্রাচীর এবং স্থাপনা নির্মাণের জন্য পিডব্লিউডি (PWD) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। খ) তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মশালা সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদকরণ কমিটি।

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.১৬

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৩ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

৩) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)